আনন্দবাজার পত্রিকা

19 November, 2009

হাতের মাংস থেকে নকল পুরুষাঙ্গ গড়ে প্রতিস্থাপন

সোমা মুখোপাধ্যায়

দুর্ঘটনায় পুরুষাঙ্গ সম্পূর্ণ বাদ গিয়েছিল বীরভূমের মাড়গ্রামের বাসিন্দা কুতবুদ্দিন শেখের (ছদ্মনাম)। হাত থেকে মাংস কেটে নকল পুরুষাঙ্গ তৈরি করে তাঁকে নতুন জীবন দিলেন এসএসকেএম হাসপাতালের প্লাস্টিক সার্জারি বিভাগের চিকিৎসকেরা। আপাতত তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ। যেটুকু অসুবিধা আছে, মাস কয়েকের মধ্যে তা কেটে গিয়ে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারবেন বলে চিকিৎসকদের আশ্বাস। তাঁদের দাবি, কুতবুদ্দিন স্বাভাবিক যৌন জীবনও যাপন করতে পারবেন।

মাস পাঁচেক আগের কথা। ধান কাটার যন্ত্রে পুরুষাঙ্গটি সম্পূর্ণ কেটে বেরিয়ে গিয়েছিল বছর চল্লিশের কুতবের। রক্তাক্ত, ভীত কুতবকে নিয়ে বাড়ির লোকেরা প্রথমে যান স্থানীয় একটি হাসপাতালে। তখন সংজ্ঞা ছিল না তাঁর। ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ করা ছাড়া সেই হাসপাতালে আর কিছুই করা যায়নি। সেখান থেকে তাঁকে আনা হয় এসএসকেএমে। সেখানে ইউরোলজি বিভাগে প্রথমে ইউরিনাল বাইপাসের মাধ্যমে তাঁর প্রস্রাবের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ইউরোলজির চিকিৎসকেরাই কুতবকে পাঠিয়ে দেন প্লাস্টিক সার্জারি বিভাগে। ক্ষত শুকিয়ে যায়। মাসখানেক আগে সেখানকার ডাক্তারেরাই তাঁর অস্ত্রোপচার করেন।

কী করে গড়া হল নকল পুরুষাঙ্গ? চিকিৎসকেরা জানান, বাঁ হাত থেকে মাংস কেটে পুরুষাঙ্গের আদলে একটি প্রত্যঙ্গ তৈরি করে প্রাথমিক ভাবে কব্জির কাছ থেকে ঝুলিয়ে রাখা হয় সেটি। স্বাভাবিক রক্ত চলাচল হচ্ছে কি না, সেই বিষয়ে দিন কয়েক পরে নিশ্চিত হয়ে নকল পুরুষাঙ্গটি যথাস্থানে প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা হয়।

পিজি-র প্লাস্টিক সার্জারি বিভাগের প্রধান বিজয়কুমার মজুমদার জানান, পুরুষাঙ্গ হারানোর পরে অনেক সমস্যা থাকে। প্রথমত, এটি একটি বড়সড় মানসিক ধাক্কা। পৌরুষ হারানোর ভয়টা প্রবল হয়ে ওঠে। সেই ধাক্কা উনি পুরোটাই কাটিয়ে উঠেছেন। দ্বিতীয়ত, প্রস্রাব নির্গমনের ব্যবস্থা। সেই ব্যবস্থাও করা হয়েছে। তবে সাবধানতার জন্য এখনও কিছু দিন ওঁকে ক্যাথিটার ব্যবহার করতে হবে। বিজয়বাবু বলেন, "আমরা নিশ্চিত, ওঁর স্বাভাবিক যৌন জীবনও দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। তবে তার জন্য মাস তিনেক পরে ছোট্ট একটি অস্ত্রোপচার করতে হবে।"

কী সেই অস্ত্রোপচার? প্লাস্টিক সার্জারি বিভাগের চিকিৎসক অরিন্দম সরকার বলেন, "পুরুষাঙ্গের ভিতরে একটি সিলিকন প্রস্থেসিস ঢুকিয়ে দিলেই যৌন জীবনে আর কোনও সমস্যা থাকবে না।"

ওই প্রস্থেসিসের দাম কত? অরিন্দমবাবু বলেন, "৮-১০ হাজার টাকার মধ্যে দেশি প্রস্থেসিস পাওয়া যায়।"

হাতের মাংস নেওয়া হল কেন? চিকিৎসকেরা জানান, শরীরের অন্য অংশের চেয়ে হাতের মাংস থেকেই ওই প্রত্যঙ্গ তৈরি করতে সুবিধা হয়। তবে ডান হাত ক্ষতিগ্রস্ত না-করাই ভাল। তাই বাঁ হাত। প্লাস্টিক সার্জন মনোজ খন্না বলেন, "যাঁরা লিঙ্গ পরিবর্তন করে মহিলা থেকে পুরুষ হতে চান, তাঁদের ক্ষেত্রেও হাত থেকে মাংস নিয়ে নকল পুরুষাঙ্গ গড়া হয়। একে বলে রেডিয়াল আর্টারি ফোর-আর্ম ফ্ল্যাপ।"

প্লাস্টিক সার্জন মৃন্ময় নন্দী জানান, দুর্ঘটনা এবং তার জেরে নকল পুরুষাঙ্গ নির্মাণ সব চেয়ে বেশি হয় তাইল্যান্ডে। সেখানে অবাধ যৌনতার ছড়াছড়ি। প্লাস্টিক সার্জনদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সেখানকার চিকিৎসকদের বক্তব্য থেকে জানা গিয়েছে, তাইল্যান্ডে যৌন সম্পর্কে অতৃপ্তি থেকে যৌন সঙ্গীরাই অনেক ক্ষেত্রে পুরুষদের আঘাত করেন। আঘাতের মাত্রা এমনই হয় যে, তার জন্য নকল পুরুষাঙ্গ নির্মাণ পর্যন্ত করতে হয়। মৃন্ময়বাবু বলেন, "এ দেশে সাধারণত লিঙ্গ পরিবর্তনের জন্যই এই ধরনের অস্ত্রোপচার প্রয়োজন হয়। কুতবুদ্দিনের মতো দুর্ঘটনায় পুরুষাঙ্গ পুরোপুরি বাদ যাওয়ার ঘটনা এখানে অনেক কম।"

এখন হাসপাতালের ওয়ার্ডের মধ্যে দিব্যি চলাফেরা করছেন কুতব। দু'-এক দিনের মধ্যেই তাঁকে ছুটি দেওয়া হবে। ওই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার আতঙ্ক কাটিয়ে উঠে তিনি হাসিমুখে বলতে পারছেন, "এ ভাবে যে ঠিক আগের অবস্থায় ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে, তা ভাবতেই পারিনি।"